দৈনিক বাংলা

115

383

তারিখ ২৯/১২/৮১

স্কুলের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র

শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার যে স্তরেই শিক্ষার্থী অবস্থান করুক না কেন, তাকে ক্রমশঃ একদিন শিক্ষা জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছুতে হবে অর্থাৎ একদিন শিক্ষাজীবন শেষ হবে এবং প্রবেশ করতে হবে কর্মক্ষেত্রে, বেছে নিতে হবে একটি পেশাকে। যা তার জীবনকে প্রভাবিত করবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়ক হবে। মোটকথা, আজকের শিক্ষাজীবন ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের ভিত্তি। তাই শিক্ষার্থীর কাছে স্কুলজীবন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে, স্কুল-জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। ছাত্রজীবনে পেশা বা জীবিকা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে। কাজেই শিক্ষাজীবনের গুরুত্ব অত্যধিক, মূল্য অপরিসীম।

আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর সম্পদ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীরাই হচ্ছে প্রধান রিসোর্সেস অর্থাৎ সম্পদ এবং উৎস। সমাজের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাতে সমাজের মানুষকে মানবিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সমাজে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি ব্যক্তি বিশেষের উন্নয়ন সাধন করে। শিক্ষা মানবিক, প্রক্রিয়া এবং সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরাই সমাজের সবচেয়ে সুচেতন, গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে পরিচিত হবে। নেতৃত্ব দেবে দেশকে, সমাজকে। দেশের উন্নয়নে তারাই প্রয়োজনীয় জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই শিক্ষার বিভিন্ন দিক বেছে নিতে হবে, যে সব শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী এবং অংকে পারদর্শী হবে তাদের জন্য বিজ্ঞান বিভাগ আকর্ষণীয় হবে। তারা এ বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। যারা সাধারণত অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহী, অংকে খুব ভাল করতে না পারলেও মোটামুটি ভালো তাদের জন্য মানবিক বিভাগ ভালো হবে। আজকাল আবার বিভিন্ন স্কুলে কৃষি বিভাগও রয়েছে। আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে এ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের কথা ভাবতে পারি না। কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করে তুলতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আবার কোন কোন স্কুলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস গ্রুপও আছে। এ বিভাগের মূল্যও কম নয়। আমাদের দেশকে অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হলে শিল্পের দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের দেশে এখন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তার বাস্তবায়নও চলছে, দেশে বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এগুলো ভবিষ্যতেও গড়ে তোলা হবে। এতে করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। কাজেই এ বিভাগে পড়াশুনা করারও একটা তাৎপর্য আছে। আবার অনেকে টেকনিক্যাল লাইনে বেশ পারদর্শী। তারাও এ লাইনে হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরও প্রয়োজন ব্যাপক। কলকারখানার জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ কারিগরদের। শিল্পোন্নত দেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে কারিগরেরা। মোট কথা, দেশকে শিল্প-সাহিত্য, কৃষি-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নত করে তুলতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের সচেতন, সক্ষম, সুদক্ষ নাগরিকের। আর আজকের শিক্ষার্থীরাই হচ্ছে আগামী দিনের নাগরিক। তারাই বিভিন্ন বিভাগে পড়াশুনা করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হবে, সহায়তা করবে দেশের উন্নয়নে, সমৃদ্ধিতে।

শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে শিক্ষালাভের জন্য মানসিক প্রস্তুতি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান লাভের স্পৃহা, জানার আগ্রহ। সর্বোপরি নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার বাসনা। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা। শিক্ষার্থীকে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে হবে, সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে যেন তাদের ভূমিকা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় আজকের শিক্ষার্থীরা যে বিভিন্ন বিভাগ-বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করবে—তাতে উপদেশ এবং দিক-নির্দেশ দেবেন কে? কে বুঝিয়ে দেবেন যে যার যেমন বুদ্ধি, সামর্থ্য, নিষ্ঠা আছে সে সেই বিষয় নিয়ে যেন পড়াশুনা করে—যে বিষয়ের প্রতি ঝোঁক আছে, আছে নেশা ও প্রবণতা সে বিষয়ে শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করুক। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল-জীবন থেকেই সচেতন করে গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন শিক্ষক সমাজ, অভিভাবকশ্রেণী, শিক্ষার্থীদেরও উচিত তাদের জ্ঞান, দক্ষতা যাচাই করে শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে, নিজস্ব, পছন্দমত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা। মাধ্যমিক জীবনের শিক্ষাই উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনকে চালিত করবে। তাই গোড়াতেই ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে, আর এটাই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার যেমন বিভিন্ন দিক আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্র, দৈহিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, আর্থিক ও দেশের বর্তমান ধারা সবকিছু ভেবে অভিভাবক এবং শিক্ষকরা আজকের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর সম্পদ। সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে তারাই। এই সত্য যেন স্মরণে রাখা হয়।

—শিরিন আখতার